প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসে এক ত্র(ান্তিকাল। পুরনো প্রথাগত জীবন থেকে উত্তরণের কাল। ইংরেজরা ঔপনিবেশিক স্বার্থে বাঙালি পু(ষদের ইংরেজি শি(া দিয়েছিল(সেই শি(া তাদের কাছে বি্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিত্র উন্মোচিত করে। নবভাবনায় উদ্দীপিত চিন্তাশীল পু(ষেরা বাংলার নারীসমাজকে শি(ার আলো দিতে এগিয়ে আসেন। সাধারণ মেয়েদের কাছে লেখাপড়া ছিল বিভীষিকা। লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়, স্বর্গে যাওয়া যায় না। তাই পড়াশোনা শেখার ইচ্ছা জাগলেও সমাজের ভয়ে তারা বাসনা পূরণ করতে পারতেন না। নারীশি(ার প্রসারের ফলে মেয়েদের জীবনের পট পরিবর্তন হলো। যদিও খুব অল্পসংখ্যক মেয়েরাই সেদিন লেখাপড়া শিখে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তবুও সাহিত্যের ইতিহাসে তার গু(ত্ব রয়ে গেছে। মেয়েরা যখন সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করল তখনই তার নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সাহিত্য হল জীবনের দর্পণ। সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ যুগের প্রতিচ্ছবি বহন করে। পু(ষ রচিত সাহিত্যে পু(ষের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের যে জীবনছবি ফুটে উঠে নারী সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা অনেকটাই অন্যরকম। নারীর জীবন পরিস্থিতিই তার দৃষ্টিকোণের অন্যতার কারণ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসে পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খল অতিত্র(ম করে নারী পরিসরের নির্মাণ কতটুকু দেখতে পাওয়া যায় সেটাই আমার আলোচনার বিষয়।